তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭১০

**কথা নয়, কাজ ও সেবার মাধ্যমে পর্যটন শিল্পের সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে**

**-- বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মুহাম্মদ ফারুক খান বলেছেন, শুধু কথা নয়, কাজ ও সেবার মাধ্যমে দেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

আজ রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ট্যুর অপারেটরস এসোসিয়েশন অভ্‌ বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ১২ তম ‘বিমান বাংলাদেশ ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম ফেয়ার’ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় তিনি এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, আমরা কথায় কথায় বলি আমরা অতিথিপরায়ণ জাতি। এটি শুধু বললেই হবে না, সেবার মান উন্নয়নের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে। পর্যটন শিল্পে সেবার মান ও সেবার সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। শুধু কথা নয়, কাজ ও সেবার মাধ্যমে বাংলাদেশের পর্যটন শিল্পের অপার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে। দেশের পর্যটনকে সামনে এগিয়ে নিতে হবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, বিশ্বব্যাপী পর্যটন শিল্প বিভিন্ন দেশের জিডিপি ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশের জিডিপিতে এবং উন্নয়নেও যাতে পর্যটন শিল্প গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় থাকতে পারে সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আমাদের কাজ করতে হবে। বর্তমান পৃথিবী প্রচারের পৃথিবী। সারা বিশ্বের পর্যটকদের জানাতে হবে আমাদের কী কী সুবিধা আছে, কীভাবে তারা আমাদের এখানে আসবেন, কী কী দেখবেন। আমাদের এখানে নিরাপত্তার কোন সমস্যা নেই। পর্যটক বৃদ্ধির জন্য উদ্ভাবনী ও সৃজনশীল কৌশলের মাধ্যমে আমাদের প্রচার বাড়াতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে পর্যটন শিল্পে সরকারের কাজ পলিসি তৈরি করা আর পর্যটন প্রসারে কাজ করে বেসরকারি খাত। বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের পলিসি পর্যটনবান্ধব। আমরা দেশের পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে বেসরকারি খাতের অংশীজনদের সব ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবো। অন-অ্যারাইভাল ভিসা সহ তাদের আর কী কী সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন তা স্টেকহোল্ডার সভার মাধ্যমে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিয়ে বাস্তবায়ন করা হবে।

ট্যুর অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন অভ্‌ বাংলাদেশের সভাপতি শিবলুল আজম কোরাইশির সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য রাখেন এফবিসিসিআইয়ের সভাপতি মোঃ মাহবুব আলম, বেসামরিক বিমান পর্যটন মন্ত্রণালয় সচিব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, বাংলাদেশে নিযুক্ত ভিয়েতনামের রাস্ট্রদূত নগুয়েন মান চোং, নেপালের রাস্ট্রদূত ঘনশ্যাম ভান্ডারি প্রমুখ।

উল্লেখ্য, আজ থেকে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে শুরু হওয়া ৩ দিনব্যাপী এই মেলায় বাংলাদেশ ছাড়াও ভারত, নেপাল, মালদ্বীপ, সিঙ্গাপুর, ভিয়েতনাম, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তুরস্কের ট্যুর অপারেটর ও ট্রাভেল এজেন্টরা অংশগ্রহণ করছে। মেলায় তিনটি স্টলে ১২ টি প্যাভিলিয়নসহ ১৫০ টি স্টল থাকছে। সাইড লাইন ইভেন্ট হিসেবে থাকছে বি টু বি সেশন, সেমিনার ও রাউন্ড টেবিল ডিসকাশন। এছাড়াও মেলায় আগত দর্শনার্থীদের জন্য সাংস্কৃতিক আয়োজন এবং দেশের পর্যটন গন্তব্যের উপর প্রামাণ্য চিত্র প্রদর্শিত হবে।

#

তানভীর/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২২৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭০৯

**বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে মালয়েশিয়াসহ চার দেশের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত, সুইডেন ও স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রদূত। আজ ঢাকায় মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রীর নিজ অফিস কক্ষে উল্লিখিত দেশসমূহের রাষ্ট্রদূত ও হাইকমিশনারের সাথে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য বিষয়ক আলোচনা হয়েছে।

বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু মালয়েশিয়ার হাইকমিশনার Haznah Md Hashim -কে বাংলাদেশ থেকে আরো বেশি দক্ষ জনবল নেয়ার জন্য বিশেষভাবে আলোকপাত করলে তা গুরুত্বের সাথে দেখার আশ্বাস প্রদান করেন তিনি। প্রতিমন্ত্রী দেশের জনবলকে কারিগরি দিকে আরো দক্ষ ও প্রশিক্ষিত করার বিষয়ে আলোকপাত করেন।

অন্যদিকে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূত Abdulla Ali Alhmoudi -এর সাথে আলাপকালে প্রতিমন্ত্রী চামড়াজাতপণ্যসহ ঔষধ রপ্তানি সম্প্রসারণে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং দু’দেশের বাণিজ্য বিষয়ক প্রক্রিয়াধীন সমঝোতা স্মারক (MoU) দ্রুত সমাধানের আগ্রহ প্রকাশ করেন।

অপরদিকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী ঢাকা শহরের জন্য পরিবেশবান্ধব Scania ও Volvo গাড়ির জন্য সুইডেনের রাষ্ট্রদূত Alexandra Berg von Linde -এর কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেন।

এরপর স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রদূত মিজ মাতেজা ভোদেব ঘোষ-এর সাথে আলাপকালে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

#

আসিফ/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭০৮

‍‍‍‍‍‍

**সকল সংস্কৃতির মাঝে ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করে**

**বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব**

**-- পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

রাঙ্গামাটি, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, সকল সংস্কৃতির মাঝে যদি আমরা ঐক্যের বন্ধন সৃষ্টি করতে পারি তাহলে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তোলা সম্ভব হবে। একইভাবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে অবদান রাখা যাবে। পাহাড়িদের সংস্কৃতির সাথে অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্কৃতি ও চেতনার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এদেশের মাটি, আকাশ, বাতাস সবকিছুই আমাদের সকলের। এখানে কোন পার্থক্য নেই। তাই বলছি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচার –ব্যবহার আলাদা হলেও দেশ ও দেশের মাটি এক।

আজ রাঙ্গমাটি বীর মুক্তিযোদ্ধা চিং হ্লা মং চৌধুরী মারী স্টেডিয়ামে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত চট্টগ্রাম পাহাড়ি ৩ জেলার ১৬ সম্প্রদায়ের পরিবেশনায় ফুড এন্ড কালচারাল ফেস্টিভ্যালে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত হয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, আমরা যদি আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি প্রকাশ না করি, মানুষকে যদি জানতে না পারি তাহলে এগুলোর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা কঠিন হয়ে যাবে। আমাদের খাবারের সাথে অনেকে পরিচিত নয়। তাদের জন্য এধরনের ফেস্টিভ্যাল আরো বেশি বেশি করে আয়োজন করা দরকার। তাহলে আমাদের অতীত সর্ম্পকে সারা দেশের মানুষের কাছে ধারণা জন্ম নেবে, এবং তারা আমাদের সংস্কৃতি ও খাবারের প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করবে।

ফেস্টিভ্যালে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান রাষ্ট্রদূত (অব.) সুপ্রদীপ চাকমা’র সভাপতিত্বে সম্মানিত অতিথি রাঙ্গামাটি জেলার নির্বাচিত জাতীয় সংসদ সদস্য দীপংকর তালুকদার এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি, রিজিয়ন কমান্ডার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল সোহেল আহমেদ, পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান অংসুই প্রু চৌধুরী, রাঙ্গামাটি জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন খান, পুলিশ সুপার মীর আবু তৌহিদ, রাষ্ট্রদূত (অব.) তারিক করিম, অঙঋঅ-এর প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ্ আল হাসান, পার্বত্য জেলার সংগীত শিল্পী, সুরকার ও গীতিকার মনোজ বাহাদুর গূর্খা ও রুম্পা ম্রো বক্তৃতা করেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আলমগীর হোসেন। মনোজ্ঞ এ অনুষ্ঠানটি ১২ জন অবসরপ্রাপ্ত রাষ্ট্রদূত অংশ নেন।

#

রেজুয়ান/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২২২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০৭

**শিল্পমন্ত্রীর সাথে টেরি টাওয়েল ও লিনেন অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দের সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে বাংলাদেশে টেরি টাওয়েল ও লিনেন এসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ  সাক্ষাৎ করেছেন। রাজধানীর মতিঝিলের শিল্প মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে এ সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠিত হয়।

 এসোসিয়েশনের সভাপতি এবং আনোয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হুসাইন মাহমুদের নেতৃত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এসোসিয়েশনের পরিচালক একেএম মাহফুজুর রহমান, মো: আশিকুর রহমান, মো: শফিকুল ইসলাম, এসোসিয়েশনের সচিব মোঃ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

  এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে হোম টেক্সটাইল খাতে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ তুলে ধরা হয় এবং এ বিষয়ে তারা শিল্পমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। বিশেষত বন্ড লাইসেন্স না থাকলে ব্যাক টু ব্যাক এলসি করা যাচ্ছে না। এ বিষয়টিতে সহযোগিতা দরকার। তারা জাতীয় শিল্প উন্নয়ন পরিষদে তাদের একজন প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করার ব্যাপারে মন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। মন্ত্রী তাদের ধৈর্য সহকারে শোনেন এবং আগামী বাজেটের পূর্বেই সমস্যাসমূহ সমাধানের উদ্যোগ নেবেন বলে জানান।

#

মাহমুদুল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/২১৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭০৬

**নাগরিকের জমি সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল তথ্য ও উপাত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে আমানত**

**-- ভূমি সচিব**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

নাগরিকের ভূমি ও স্থাবর সম্পদের ডেটা নিরাপত্তায় সাইবার সিকিউরিটি ফার্ম নিয়োগ দিয়েছে ভূমি মন্ত্রণালয়। আজ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে স্মার্ট ভূমিসেবা সিস্টেমের সাইবার নিরাপত্তা বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সাথে সাইবার নিরাপত্তায় বিশেষায়িত এক প্রতিষ্ঠানের চুক্তি স্বাক্ষর হয়। অনুষ্ঠানে ভূমিসচিব মোঃ খলিলুর রহমান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ভূমি সচিব মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, নাগরিকের জমি সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল তথ্যাদি ও উপাত্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিকট গচ্ছিত আমানত স্বরূপ। এজন্য ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনার সাইবার নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়েছে।

সচিব বলেন, দায়িত্ব নিয়েই ভূমি মন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দ ভূমিসেবা সিস্টেমের নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েই ডিজিটাল ভূমিসেবাকে স্মার্ট ভূমি সেবায় রূপান্তর করার অনুশাসন প্রদান করেন। আমরা তা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছি। এছাড়া পুরো স্মার্ট ভূমিসেবা সিস্টেমের জন্য একটি ‘কম্প্রিহেন্সিভ’ আইসিটি সিকিউরিটি গাইডলাইন প্রস্তুতের কাজ করা হচ্ছে বলে জানান সচিব।

নিয়োগপ্রাপ্ত সাইবার সিকিউরিটি ফার্মটি প্রাথমিকভাবে ভূমিসেবা কাঠামোর আওতাভুক্ত নামজারি, ভূমি উন্নয়ন কর, পর্চা, গেটওয়ে, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা সিস্টেম এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের দাপ্তরিক পোর্টালের নিরাপত্তায় কাজ করবে। প্রতিষ্ঠানটি সাইবার প্রতিরক্ষা ও সাইবার সিকিউরিটি নিরীক্ষার কাজ করবে।

উল্লেখ্য, যথাযথ পিপিআর গাইডলাইন অনুসরণপূর্বক উন্মুক্ত প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সাইবার নিরাপত্তায় বিশেষায়িত ফার্মটিকে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। তাদের পারফরমেন্সের ভিত্তিতে পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

#

নাহিয়ান/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭০৫

‍‍‍‍‍‍

**বিকেকেএফ কর্তৃক অসচ্ছল ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবীদের ক্রীড়া ভাতার আবেদন আহ্বান**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের অধীন বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন (বিকেকেএফ) ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অসচ্ছল, আহত, অসুস্থ ও অসমর্থ ক্রীড়াসেবী এবং তাদের পরিবারের সদস্যদের মাসিক, এককালীন ক্রীড়া ভাতা ও অনুদান প্রদানের জন্য আবেদন আহ্বান করেছে। ১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখ সকাল ১০টা হতে ১ মার্চ ২০২৪ রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন দাখিল করা যাবে। ফাউন্ডেশন ওয়েবসাইট [www.bkkf.org.bd](http://www.bkkf.org.bd/) এর অভ্যন্তরীণ ই-সেবা বক্সে ‘অনুদান অনলাইন আবেদন’ লিংকে প্রবেশ করে ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বরের মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন করে আবেদন করা যাবে।

যেসব তথ্য ও কাগজপত্র অবশ্যই সংযুক্ত করতে হবে: ১. পাসপোর্ট সাইজের ছবি, ব্যক্তিগত মোবাইল নম্বর ও জাতীয় পরিচয় পত্র/জন্মনিবন্ধন সনদ ২. ফেডারেশনভুক্ত খেলোয়াড়/ক্রীড়াসেবীদের ফেডারেশনের প্রত্যয়ন ৩. ব্যাংকের শাখার নাম, রাউটিং নম্বর, নিজস্ব একাউন্ট নম্বরের প্রমাণকের কপি ৪. স্থানীয় চেয়ারম্যানের মাধ্যমে বাৎসরিক আয়ের উৎস ও পরিমাণের প্রত্যয়ন ৫. ক্রীড়া সম্পৃক্ততা সনদ (জেলা ক্রীড়া অফিসার, জেলা ক্রীড়া সংস্থা/ফেডারেশন ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের বিভিন্ন সনদ) ৬. মৃত ক্রীড়াসেবীর ক্ষেত্রে মৃত্যু সনদ ও ওয়ারিশ সনদ সাপেক্ষে তার পরিবারের সদস্যগণ আবেদন করতে পারবেন। ৭. সকল ধরনের সনদ প্রথম শ্রেণির কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে অনলাইনে সংযুক্ত করতে হবে।

উল্লেখ্য, যারা বঙ্গবন্ধু ক্রীড়া শিক্ষাবৃত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন, তাদের আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। বিগত সময়ে যারা এককালীন ক্রীড়া ভাতা ও অনুদান পেয়েছেন তারা পূর্বের রেজিস্ট্রেশন নম্বর বা পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে অথবা পুনরায় নিবন্ধন করে আবেদন করতে পারবেন।

বঙ্গবন্ধু ক্রীড়াসেবী কল্যাণ ফাউন্ডেশন ২০১৯ হতে ২০২৩ সাল পর্যন্ত ৬ হাজার ৩৩৮ জনকে ১৪ কোটি ২৬ লাখ ৬২ হাজার টাকার মাসিক ও এককালীন ক্রীড়া ভাতা প্রদান করেছে।

#

আরিফ/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২১২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০৪

ভূমিমন্ত্রীর সাথে গাম্বিয়ার হাইকমিশনার মোস্তফা জাওয়ারার সাক্ষাৎ

**গাম্বিয়ায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ কার্যক্রমে বাংলাদেশের সহযোগিতার প্রত্যাশা হাইকমিশনারের**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশে নিযুক্ত গাম্বিয়ার হাইকমিশনার মোস্তফা জাওয়ারা আজ ভূমিমন্ত্রী নারায়ন চন্দ্র চন্দের সাথে সচিবালয়ে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করেন। এসময় ভূমিমন্ত্রী বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনা ও এর ডিজিটালাইজেশনের বিভিন্ন পরিকল্পনার ব্যাপারে হাইকমিশনারকে অবহিত করেন।

এসময় বাংলাদেশের দ্রুত শিল্পায়ন ও উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের ভূয়সী প্রশংসা করেন হাইকমিশনার মোস্তফা জাওয়ারা। স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগ বাংলাদেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

হাইকমিশনার গাম্বিয়ায় ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ কার্যক্রমে বাংলাদেশের সহযোগিতার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। দুটি মুসলিম দেশ হিসেবে বাংলাদেশ ও গাম্বিয়ার মধ্যে গভীর ঐতিহাসিক ও ভ্রাতৃত্বপ্রতীম বন্ধনের কথা তুলে ধরেন তিনি। গাম্বিয়ার ভূমিসেবা উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখার ব্যাপারে ভূমিসেবায় ইউএন পাবলিক সার্ভিস পুরস্কারপ্রাপ্ত বাংলাদেশের সক্ষমতার প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন।

এসময়, নারায়ন চন্দ্র চন্দ দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত, বাণিজ্যিক ও বিশ্ব অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ককে আরও নিবিড় করার ব্যাপারে তাঁর দৃঢ় আশাবাদ ব্যক্ত করে হাইকমিশনারকে সব ধরণের সহযোগিতার আশ্বাস দেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন, বাংলাদেশ এবং গাম্বিয়ার সরকার এই ব্যাপারে ইতিবাচক দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তুলবে।

ভূমিমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জাহিদ হোসেন পনির, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আফ্রিকা উইংয়ের মহাপরিচালক এ এফ এম জাহিদুল ইসলামসহ ভূমি মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও গাম্বিয়ার হাইকমিশনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে গাম্বিয়ার হাইকমিশনারকে বাংলাদেশে স্মার্ট ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে একটি ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশনও দেওয়া হয়।

#

নাহিয়ান/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২১১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭০৩

‍‍‍‍‍‍

**প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে**

**-- মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ.ক.ম. মোজাম্মেল হক বলেছেন, মহান মুক্তিযুদ্ধ হঠাৎ ঘটে যাওয়া কোনো ঘটনা নয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে দীর্ঘ সংগ্রাম আর ত্যাগের ফসল হচ্ছে স্বাধীন বাংলাদেশ। স্বাধীনতাকে অর্থপূর্ণ করতে হলে দেশকে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বিএমএ ভবন মিলনায়তনে মুক্তিযুদ্ধ সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিল আয়োজিত আট বারের মতো জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত বীর মুক্তিযোদ্ধা শাজাহান খানের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, মুক্তিযোদ্ধারা দেশ ও জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান। আমরা যারা মুক্তিযুদ্ধ করেছি, একদিন কেউ হয়তো থাকব না। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের চেতনা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে দিতে হবে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নতুন প্রজন্ম যত জানবে তত বেশি তারা দেশপ্রেম নিয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এসময় মন্ত্রী পাকিস্তান আমলে বাঙালিদের প্রতি বিভিন্ন বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন।

বীর মুক্তিযোদ্ধা লায়ন এবিএম সুলতান আহমেদের সভাপতিত্বে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন আহমেদ, মুক্তিযোদ্ধা সংসদ কেন্দ্রীয় কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জেনারেল (অব:) হেলাল মোর্শেদ খান, বীর মুক্তিযোদ্ধা লায়ন এবিএম সুলতানা আহমেদসহ বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ বক্তৃতা করেন।

#

এনায়েত/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২০৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭০২

**‍‍‍‍‍‍ত্রাণ প্রতিমন্ত্রীর সাথে ইউএনএইচসিআর এর প্রতিনিধি এবং**

**জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারীর সাক্ষাৎ**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ মহিববুর রহমানের সাথে আজ সচিবালয়ে তাঁর অফিসকক্ষে বাংলাদেশে ইউএনএইচসিআর এর প্রতিনিধি Sumbul Rizvi সাক্ষাৎ করেন।

শরণার্থীদের জীবনমান উন্নয়নে সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে বলে সভায় আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়।

কক্সবাজারের শরণার্থী ক্যাম্পসমূহ ও ভাসানচরে কী ধরনের সহযোগিতা করা যায় সে বিষয়েও আলোচনা হয়। এছাড়া শরণার্থী ক্যাম্পে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, আর্থিক সাহায্য হ্রাস, রাখাইনে সীমান্ত পরিস্থিতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা হয়। এ সময় স্থানীয় জনসাধারণের জন্য সাহায্য বাড়ানোর বিষয়ে প্রতিমন্ত্রী দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এরপরে বাংলাদেশে জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী Gwyn Lewis সাক্ষাৎ করেন। ভূমিকম্প সহনীয় বাংলাদেশ, রোহিঙ্গা ক্যাম্পের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, সহজে অপসারণযোগ্য কিন্তু অধিক টেকসই শেল্টার নির্মাণে সহযোগিতা ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা হয়।

এ সময় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসান এবং শরণার্থী সেলের প্রধান (অতিরিক্ত সচিব) মোঃ হাসান সারওয়ার উপস্থিত ছিলেন ।

#

সেলিম/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৭০১

**প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণেই পার্বত্যঞ্চলে শান্তির সুবাতাস বইছে**

**--পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী**

রাংগামাটি, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী কুজেন্দ্র লাল ত্রিপুরা বলেছেন, স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তি পাহাড়ি বাঙালিদের মধ্যে একটা ভুল বুঝাবুঝির প্রাচীর তৈরি করে রেখেছিল। এসব অপগোষ্ঠীর দল খারাপ কাজ ও খারাপ চিন্তার কারণেই ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত এবং পার্বত্য অঞ্চলে তা প্রায় দুই যুগের বেশি সময় ধরে বিরাজমান ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিকতা ও বদান্যতার কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ২ ডিসেম্বর ১৯৯৭ সালে পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার কারণেই পার্বত্যঞ্চলে শান্তির সুবাতাস বইছে।

  আজ জেলা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে রাঙ্গামাটি পৌরসভা মাঠে আয়োজিত সংবর্ধনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

রাঙ্গামাটি জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি দীপংকর তালুকদার এমপি’র সভাপতিত্বে এবং জেলা আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ মুছা মাতব্বরের সঞ্চালনায় সভায় জেলা আওয়ামী লীগ সহ-সভাপতি ও জেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অংসুইপ্রু চৌধুরী, সহ-সভাপতি চিংকিউ রোয়াজা, বৃষ কেতু চাকমা, সংরক্ষিত মহিলা আসনের সাবেক সংসদ ফিরোজা বেগম চিনুসহ জেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের বিভিন্ন উপজেলার নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পার্বত্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বিগত সময়ে পার্বত্য এলাকায় ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ থেকে শুরু করে স্কুল, কলেজ, মেডিকেল কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব কিছু করা হয়েছে। যে সমস্ত কাজ এখনো সমাপ্ত হয়নি তা সমাপ্ত করা হবে। বঙ্গবন্ধুর যে স্বপ্ন তা ধীরে ধীরে বাস্তবায়নে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ সরকারের আগে আরো অনেকেই সরকার গঠন করেছে, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে পার্বত্য এলাকায় চলমান সাম্প্রদায়িক সংঘাত বন্ধ করে শান্তি ফেরাতে পারেনি। বিএনপি-জামাত পাহাড়ের দীর্ঘ দুই দশকের সমস্যা ও ভাতৃঘাতি এই সংঘাত বন্ধ করার কোনো উদ্যোগ না নিয়ে তা জিইয়ে রেখেছিল। আওয়ামী লীগ সরকার দেশের মানুষের কথা ভাবে, দেশের শান্তির কথা ভাবে বলে পার্বত্য অঞ্চলে দীর্ঘদিনের সাম্প্রদায়িক সংঘাত বন্ধ করতে পেরেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি সম্প্রীতি ও উন্নয়নের যে ধারা শুরু হয়েছে তা অব্যাহত রাখতে প্রধানমন্ত্রীর হাতকে শক্তিশালী করাসহ আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশে পরিণত করার এটাই একমাত্র লক্ষ্য আওয়ামী লীগ সরকারের।

অনুষ্ঠানে জেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনসহ স্থানীয় বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের পক্ষ থেকে পার্বত্য প্রতিমন্ত্রীকে সম্মাননা স্মারক প্রদান করা হয়।

#

রেজুয়ান/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৭০০

**‍‍‍‍‍‍** **পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পিতা আলহাজ্ব নুরুচ্ছফা তালুকদারের ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

মহান মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক, বৃহত্তর চট্টগ্রাম আইনজীবী সমিতির সাবেক সভাপতি ও পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের পিতা আলহাজ্ব এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদারের ১৩তম মৃত্যুবার্ষিকী শুক্রবার ২ ফেব্রুয়ারি।

চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ার সুখবিলাস উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিক্ষানুরাগী এই সমাজসেবকের আত্মার শান্তি কামনা করে শুক্রবার বাদ আছর মন্ত্রীর চট্টগ্রাম শহরস্থ বাসভবনের পাশে মৌসুমী আবাসিক এলাকার আলিফ মিম জামে মসজিদ এবং রাঙ্গুনিয়ার সুখবিলাসে নিজ বাড়ি সংলগ্ন মসজিদে কুরআন খতম, দোয়া মাহফিল ও দুস্থ এবং এতিমদের মাঝে খাবার বিতরণ কর্মসূচির আয়োজন করেছে মরহুমের পরিবার ও শুভাকাঙ্ক্ষীরা। তারা মরহুমের আত্মার শান্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

এছাড়া রাঙ্গুনিয়ার বিভিন্ন মসজিদে এ দিন খতমে কুরআন ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি প্রথিতযশা এই আইনজীবীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে এডভোকেট নুরুচ্ছফা তালুকদার স্মৃতি সংসদ, চট্টগ্রামস্থ রাঙ্গুনিয়া সমিতি ও শুভানুধ্যায়ীরা দোয়া মাহফিলের আয়োজন করেছে। আগামী ৪ঠা ফেব্রুয়ারি রোববার বাদ যোহর চট্টগ্রাম কোর্টবিল্ডিং জামে মসজিদে জেলা আইনজীবি সমিতির উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হবে।

#

আকরাম/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/২০২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯৯

**রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহযোগিতা কামনা রেলপথ মন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

রেলপথ মন্ত্রী মোঃ জিল্লুল হাকিম রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সংযুক্ত আরব আমিরাতের সহযোগিতা কামনা করেছেন। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সঙ্গে সংযুক্ত আরব আমিরাতের যে সুসম্পর্ক তৈরি করে ছিলেন তা আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান তিনি।

আজ রেল ভবনে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে সংযুক্ত আরব আমিরাতের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে বৈঠকে এসব কথা বলেন রেলপথ মন্ত্রী।

মন্ত্রী বাংলাদেশ রেলওয়ের বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহে সংযুক্ত আরব আমিরার থেকে বিভিন্ন লজিস্টিক সাপোর্ট প্রদান করে রেলের উন্নয়নে কাজ করার অনুরোধ জানান। তিনি বলেন, বাংলাদেশ রেলওয়ের বিভিন্ন সেক্টরে দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এবং অপারেশন সেক্টরে সহযোগিতাসহ বাংলাদেশের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে রেলের উন্নয়নের সহযোগিতা করতে পারে সংযুক্ত আরব আমিরাত।

#

সিরাজ/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২০৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ২৬৯৮

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পোশাকে নয়, মানসিকতায় স্মার্ট হতে হবে**

**-- প্রবাসী কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি):

প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী শফিকুর রহমান চৌধুরী বলেছেন, বর্তমান সরকারের নির্বাচনি অঙ্গীকার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করা। তিনি বলেন, ২০৪১ সালের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি জ্ঞানভিত্তিক, উন্নত, সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হলে শুধু পোশাকে নয়, মানসিকতায় স্মার্ট হয়ে কাজ করতে হবে। তিনি আরো বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ করতে হলে আমাদের জনশক্তিকে দক্ষ, স্মার্ট ও বিশ্বমানের মানবসম্পদে রূপান্তরিত করতে হবে।

আজ রাজধানীর জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)’র আয়োজনে মিরপুরে বাংলাদেশ-কোরিয়া কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অডিটোরিয়ামে সরকারের নির্বাচনি ইশতেহার বাস্তবায়ন বিষয়ক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তৃতায় প্রতিমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, বিদেশে কর্মী প্রেরণের ক্ষেত্রে মানসম্মত ও উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের কোনো বিকল্প নেই। আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী কর্মীদের প্রশিক্ষণ দিতে হবে এবং দক্ষ হিসেবে গড়ে তুলে বিদেশে প্রেরণ করতে হবে। কর্মীদের দক্ষ করে গড়ে তুলতে পারলে তারা বিদেশে বেশি বেতনে চাকরি পাবে এবং এতে দেশের রেমিট্যান্স প্রবাহ বৃদ্ধি পাবে। এজন্য সবাইকে যার যার অবস্থান থেকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মী এবং বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদের সেবা প্রদানে অবহেলা করলে দায়ী ব্যক্তিদের ছাড় দেয়া হবে না।

বিএমইটি’র মহাপরিচালক সালেহ আহমদ মোজাফফরের সভাপতিত্বে এতে বিশেষ অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ রুহুল আমিন। সভায় বিএমইটি’র আওতাধীন সকল কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসের প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

#

রাশেদুজ্জামান/সায়েম/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৪/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯৭

**স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট শিশু গড়ে তুলতে হবে**

**--- মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

শিশুদের সমন্বিত ইসিডি সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ২৭১ কোটি ৭২ লাখ টাকা ব্যয়ে সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাতার সুবিধা প্রদান প্রকল্প ব্রিজিং লিডারশিপ ইনিশিয়েটিভ -এর উদ্বোধন করেছেন মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি)। তিনি বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্মার্ট শিশু গড়ে তুলতে হবে। আমাদের নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন পথরেখা তৈরি করতে হবে এবং মানবিক গুণাবলি জাগ্রত করতে হবে। এই প্রকল্পটি যেমন কমিউনিটি পর্যায়ে নারীদের কর্মসংস্থান গড়ে তুলবে তেমন শিশুদের মানসিক ও শারীরিকভাবে গড়ে তুলতে সহয়তা করবে।

আজ ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণলায়ের সচিব নাজমা মোবারেকের সভাপতিত্বে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। এতে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিনারগোস গ্লোবালের প্রতিষ্ঠাতা ও চেয়ার পেগি ডুলানি।

সমাজভিত্তিক সমন্বিত শিশু-যত্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশুদের প্রারম্ভিক বিকাশ ও সুরক্ষা এবং সাঁতার প্রকল্পটি ২০২৪ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ২শত ৭১ কোটি ৮২ লাখ টাকা। যেখানে বাংলাদেশ সরকার ২ শত ১৭ কোটি ৬১ লাখ টাকা এবং ইউনিসেফ ৫৪ কোটি ২১ টাকা ব্যয় করছে। এ প্রকল্পে বাস্তবায়ন সহযোগী হিসেবে রয়েছে ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রোপিজ এবং রয়্যাল ন্যাশনাল লাইফবোট ইনস্টিটিটিউট (RNLI)।

এ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য শিশুর প্রারম্ভিক বিকাশ, শিক্ষা এবং যত্ন প্রদান নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে শিশুর সার্বিক বিকাশ, নিরাপত্তা, সুরক্ষা এবং মৃত্যুঝুঁকি হ্রাস করা।

আইসিবিসি প্রকল্প থেকে দিনের সর্বোচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ সময়ে ৫ বছরের নিচের বয়সী শিশুদের বিকাশ উপযোগী সেবা প্রদান; ১-৫ বছর বয়সী শিশুর জন্য কেন্দ্রভিত্তিক সমন্বিত ইসিসিডি সেবা প্রদান, ৬-১০ বছর বয়সী শিশুদের নিরাপদ সাঁতার শিক্ষা প্রদান, ইসিসিডি বিষয়ে কর্মরত বিভিন্ন সংস্থার সামর্থ্য বৃদ্ধি করা; শিশুর বিকাশ ও সুরক্ষার সর্বোত্তম পরিকল্পনা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

একই দিনে রাপা প্লাজা, ধানমণ্ডি, ঢাকায় জয়িতা নারী উদ্যোক্তাদের তৈরিকৃত পিঠাপুলি নিয়ে পিঠা উৎসব-২০২৪ উদ্বোধন করেন প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি)।

#

নূর আলম/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২০৫৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯৬

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ১৫ বছরে অবিশ্বাস্য উন্নয়নের নজির সৃষ্টি হয়েছে**

**--- তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে গত ১৫ বছরে অবিশ্বাস্য উন্নয়নের নজির সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ রাজধানীর গুলশানে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের উন্মুক্ত স্থানসমূহের আধুনিকায়ন, উন্নয়ন ও সবুজায়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উন্নয়নকৃত শহিদ ডা. ফজলে রাব্বি পার্কের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে প্রতিমন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, ভিশন, রুচি ও চেষ্টা থাকলে অনেক কিছু করা যায়। অনেক সময় বড় কিছু করতে গেলে অনেকে অনুৎসাহিত করার চেষ্টা করবে, আটকে দেয়ার চেষ্টা করবে। অনেক বড় কিছু করার চিন্তা ও চেষ্টা করা হলে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদল হয়। দৃষ্টিভঙ্গি বদল হলে অনেক বড় কিছু অর্জন করা যায়। গত ১৫ বছর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে তার বিভিন্ন নজির আমরা দেখেছি। দেশের মানুষ যা কিছু চিন্তা করতে পারেনি সে ধরনের উন্নয়নের ঘটনা বাংলাদেশে ঘটে গেছে। ১৫ বছর আগে যদি বলা হতো, ঢাকা শহরে মেট্রোরেল চলবে, সেটা কেউ বিশ্বাস করত না। যদি বলা হতো বাংলাদেশের শতভাগ মানুষের ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছাবে, সেটা কেউ বিশ্বাস করত না। পদ্মা সেতু আমরা নিজের টাকায় করব, বাংলাদেশের মানুষ এটাও বিশ্বাস করেনি।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, গত ১৫ বছরে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে গেছে। আমরা অনেক সাহসী হয়েছি, আমরা এখন অনেক বড় স্বপ্ন দেখতে পারি এবং তা বাস্তবায়ন করতে পারি। সেই জায়গা থেকেই ডিজিটাল বাংলাদেশ থেকে স্মার্ট বাংলাদেশে রূপান্তরের বিষয় চলে এসেছে।

শহিদ মুক্তিযোদ্ধা ডা. ফজলে রাব্বির নামে পার্কের নামকরণ করায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাথে সম্পৃক্ত নামগুলো আমরা আরো স্মরণ করতে চাই, স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখতে চাই এবং আমাদের নতুন প্রজন্মের কাছে নজির হিসেবে রাখতে চাই। যখনই শহিদ ডা. ফজলে রাব্বির বিষয়ে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম প্রশ্ন করবে, জানবে তখন আরও দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হবে এবং সেভাবেই আগামী দিনের ইতিহাস রচিত হবে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ১৯ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মোঃ মফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মো. আতিকুল ইসলাম। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মীর খায়রুল আলম। অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে নিকেতন সোসাইটির সভাপতি ডা. এম. এ. বাসার, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী ব্রি. জেনারেল মুহাম্মদ আমিরুল ইসলাম, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের সংরক্ষিত ৭নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর আমেনা বেগম, শহিদ ডা. ফজলে রাব্বির ছেলে ওমর রাব্বি প্রমুখ বক্তব্য প্রদান করেন।

পরে উন্নয়নকৃত শহীদ ডা. ফজলে রাব্বি পার্কের উদ্বোধনী ফলক উন্মোচনে অংশগ্রহণ করেন প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া বৃক্ষরোপণ, পার্ক পরিদর্শন এবং নবনির্মিত পুলিশ বক্স উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করেন তিনি।

#

ইফতেখার/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/জয়নুল/২০২৪/২০১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯৫

**বিশ্ব ইজতেমা আয়োজন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়**

**-ধর্মমন্ত্রী**

গাজীপুর, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, বিশ্ব ইজতেমা আয়োজন বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত সম্মানের বিষয়। আল্লাহ পাক বিশ্ব ইজতেমার জন্য বাংলাদেশকে কবুল করেছেন বলেই আমরা এরূপ একটি আয়োজনের সুযোগ পেয়েছি। বিশ্বে অনেক মুসলিম দেশ থাকলেও আল্লাহ পাক এই ইজতেমার জন্য আমাদেরকে কবুল করেছেন। বিশ্ব ইজতেমার কারণে পৃথিবীর নানা প্রান্তের মুসলমান আমাদের দেশে আসছেন এবং আমাদের দেশ সম্পর্কে তারা জানতে পারছেন।

আজ গাজীপুরে টঙ্গীতে অলিম্পিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ফরিদুল হক খান বলেন, ইজতেমায় যারা আসছেন তারা সকলেই আল্লাহর মেহমান। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে ইজতেমায় আগত মেহমানদের যাতে কোনরূপ অসুবিধা না হয় তার জন্য সকল ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি সবাইকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। তাবলীগ জামাতের দুটি গ্রুপের সাথে একাধিকবার সভা করা হয়েছে। আশাকরি, এবারের বিশ্ব ইজতেমা অত্যন্ত সুষ্ঠু-সুন্দরভাবে সম্পন্ন হবে।

ধর্মমন্ত্রী হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধনের আগে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের অনুরূপ একটি মেডিকেল ক্যাম্প উদ্বোধন করেন। তিনি বিশ্ব ইজতেমায় আগত মুসল্লিদের জন্য মেডিকেল ক্যাম্প স্থাপন করায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন, হামদর্দ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশসহ অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে ধন্যবাদ জানান।

হামদর্দ বাংলাদেশের চিফ মোতাওয়াল্লী ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. হাকীম মোঃ ইউছুফ হারুন ভুঁইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মহাপরিচালক ড. মহাঃ বশিরুল আলম, ওয়াক্‌ফ প্রশাসক আবু সালেহ মোঃ মহিউদ্দিন খাঁ ও জেলা প্রশাসক গাজীপুর আবুল ফাতে মোঃ সফিকুল ইসলাম বক্তৃতা করেন।

এ অনুষ্ঠান শেষে ধর্মমন্ত্রী গাজীপুর জেলা প্রশাসন আয়োজিত প্রেস কনফারেন্সে যোগদান করেন। এখানে মন্ত্রী বিশ্ব ইজতেমা ও হজ সংক্রান্ত বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন।

#

সিদ্দীক/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯০৫ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯৪

**আইন মেনে ব্যবসা না করলে সরকার কঠোর হবে**

**--খাদ্যমন্ত্রী**

ঝিনাইদহ, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, আইনের বাইরে কেউ ধান চালের ব্যাবসা করতে পারবে না। আইন মেনে ব্যবসা না করলে সরকার কঠোর হবে।

আজ ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালের বাজার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে করণীয় নির্ধারণে অংশীজনদের সাথে মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে একথা বলেন।

খাদ্যমন্ত্রী বলেন, ধানের দাম বাড়ার অজুহাতে হঠাৎ চালের দাম বাড়ানোর যুক্তি সঠিক নয়। বাজারে যে চাল আছে; সেটি নতুন কেনা ধানের চাল নয়। কম দামে কেনা ধানের চাল বেশি দামে বিক্রি করছেন কেন এমন প্রশ্ন রাখেন মিল মালিকদের প্রতি।

মন্ত্রী বলেন, মিলগেটের চালের দাম বস্তায় লেখা নিশ্চিত করতে কাজ চলছে। এতে খুচরা ও পাইকারি বাজার মনিটরিং আরো শক্তিশালী হবে। তিনি বলেন, মিলাররা কর্পোরেট কোম্পানিগুলোর দোষ দেয়। কিন্তু তাদের অবৈধভাবে ধান চাল কিনতে মিলাররাই সহযোগিতা করে। তাদের কাছ থেকে অগ্রিম টাকা নিয়ে প্যাকেট করে চাল সরবরাহ করেন মিলাররাই।

মন্ত্রী আরো বলেন, ঢাকার খুচরা বাজারে অভিযানে গেলে অভিযোগ করে মিলাররা চাল ছাড়ছে না, আর মিলাররা বলছেন তাদের চাল বিক্রি হচ্ছে না। এটা ভালো লক্ষণ নয় উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাজার বাড়লে বেশি দামে বিক্রি করবেন এটা মেনে নেওয়া হবে না। এসময় তিনি বাজারে স্বাভাবিক চালের সরবরাহ নিশ্চিত করতে মিলারদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি আরো বলেন, অবৈধ মজুত বিরোধী অভিযানের শুরু করেছি আমার নির্বাচনি এলাকা হতে। সারা দেশে অভিযান এখন চলছে। আমরা এটি চলমান রাখব।

ঝিনাইদহের জেলা প্রশাসক এস এম রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আব্দুল হাই, খাদ্য মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব হাবিবুর রহমান হুসাইনি, অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক আব্দুল্লাহ আল মামুন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ ইমরান জাকারিয়া, ঝিনাইদহ অটোরাইস মিল মালিক সমিতির সভাপতি মোঃ মোয়াজ্জেম হোসেন এবং জেলা প্রেসক্লাবের সভাপতি মোঃ মিজানুর রহমান অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন।

#

কামাল/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৮৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯৩

**সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা: জালিয়াতি চক্রের ৩ জন গ্রেফতার**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগামীকালের সহকারী শিক্ষক নিয়োগে ২য় ধাপের (খুলনা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ বিভাগ) লিখিত পরীক্ষায় ২০-২৫ লাখ টাকার বিনিময়ে ইলেকট্রনিক ডিভাইসের মাধ্যমে টিকিয়ে দেবার নিশ্চয়তা দেবার প্রলোভনের অভিযোগে জয়পুরহাট জেলা পুলিশ তিন জালিয়াতি চক্রের সদস্যকে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতরা হলো জয়পুরহাটের পাঁচবিবি কৃষি কলেজের অধ্যক্ষ মোঃ রুস্তম আলী, বগুড়া সদরের মোঃ ইশান ইমতিয়াজ এবং কুষ্টিয়ার দৌলতপুরের রোকনুজ্জামান।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় জয়পুরহাটের পাঁচবিবি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। আদালতের মাধ্যমে তাদের জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত লিখিত পরীক্ষার প্রাক্কালে জালিয়াতিচক্রের এ ধরনের প্রলোভনে কান না দেয়ার অনুরোধ করেছেন। জালিয়াতি চক্রের কোনো তৎপরতার সন্ধান পাওয়া গেলে নিকটস্থ থানায় অভিযোগের পরামর্শ দেন তিনি।

মহাপরিচালক বলেন, ১ম পর্বের পরীক্ষার সময়ও এ ধরনের চক্র সক্রিয় ছিলো। আইন প্রয়োগকারী বাহিনীর সজাগ ও সতর্ক ভূমিকার দরুন তাদের অপপ্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষায় যেকোনো ধরনের অনিয়ম ঠেকানোর জন্য সর্বোচ্চ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে। আগামীকালের পরীক্ষা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

#

মাহবুবুর/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৯১০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯২

**বিএনপি দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল এজন্য জনগণ তাদের বর্জণ করেছে**

**- বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী**

ঝিনাইদহ, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী এডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক বলেছেন, বিএনপি দেশের গণতন্ত্রকে হত্যা করতে চেয়েছিল এজন্য তাদের জনগণ বর্জন করেছে। তার প্রমাণ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়ে বিএনপিকে লাল কার্ড দেখিয়ে দিয়েছে।

মন্ত্রী আজ ঢাকার ৩৪ নম্বর ওয়ার্ডের মোহাম্মদপুর রায়েরবাজারে কমিউনিটি সেন্টারে শীতার্তদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ অনষ্ঠানে এসব কথা বলেন। এ সময় ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের সভাপতি শেখ বজলুর রহমান, ৩৪ নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শেখ মোহাম্মদ হোসেন খোকনসহ নেতা কর্মীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আওয়মী লীগ ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা সর্বদা বাংলাদেশের জনগণের পাশে আছে, পাশে থাকবে। তেমনি বাংলাদেশের জনগণও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সঙ্গে রয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ‘রূপকল্প-২০৪১’ বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

#

সৈকত/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৮৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯১

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত র্সবশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী বুধবার সকাল ৮টা থেকে আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৪৯ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার

৮ দশমকি শূন্য ৭ শতাংশ। এ সময় ৬০৭ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮২ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন র্পযন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৪ হাজার ৪৪৩ জন।

#

দাউদ/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৯০

**বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সম্প্রসারণে আগ্রহী গাম্বিয়া**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশের সাথে দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও বাণিজ্য বাড়াতে গাম্বিয়া আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছেন বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী জাহাঙ্গীর কবির নানক।

আজ বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রীর অফিস কক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত গাম্বিয়ার হাইকমিশনার মুশতাহা জাওয়ারা -এর সাক্ষাৎ শেষে মন্ত্রী এসব তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, গাম্বিয়ার হাইকমিশনার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের বর্তমান সরকারকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছেন। তিনি, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পঞ্চমবারের মতো সরকার গঠন করায় তাঁকে অভিন্দন জানিয়েছেন। এছাড়া প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বাংলাদেশে যে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেন, নিপীড়িত রোহিঙ্গাদের সুরক্ষার জন্য ব্যবস্থা নিতে আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার আদালত (আইসিজে) ২০১৯ সালের ১১ নভেম্বর জাতিসংঘের সর্বোচ্চ আদালত ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অভ্ জাস্টিসে (আইসিজে) মামলা করে গাম্বিয়া। এজন্য জাম্বিয়ার সরকার ও জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়েছি। এছাড়া বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থায় বাংলাদেশ ও জাম্বিয়া একসাথে পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে কাজ করছে। এ বন্ধুত্বপূর্ণ সহযোগিতা ভবিষ্যতেও অটুট থাকবে বলে মন্ত্রী আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

হাইকমিশনার জানান, গাম্বিয়া আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করে বাংলাদেশ তাদের বন্ধুপ্রতীম দেশ। গাম্বিয়া ও বাংলাদেশের রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক। সেজন্য গাম্বিয়া বাংলাদেশের পাট ও পাটজাত পণ্য ছাড়াও বিভিন্ন কৃষিপণ্য আমদানি, বাংলাদেশের টেক্সটাইল, শিক্ষা, ইসলামিক ও সাংস্কৃতিক শিক্ষা, ব্যবসা-বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও উন্নয়ন ঘটাতে আগ্রহী।

মন্ত্রী হাইকমিশনারকে জানান, বিশ্বে বাংলাদেশ ২য় পাট উৎপাদনকারী দেশ। বাংলাদেশে উন্নতমানের পাট উৎপাদিত হয়। বাংলাদেশের উদ্যোক্তা পাট দিয়ে ২৮২ ধরনের বহুমুখী পাটজাত পণ্য উৎপাদন করছে, যা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি হয়।

সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, বিএনপি রাজনীতির নামে এখন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড করে একটি নামসর্বস্ব দলে পরিণত হয়েছে। তারা দেশের উন্নয়নকে ব্যাহত করতে চায়। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য তারা এখন বেপরোয়া কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। তিনি সহিংস কর্মকাণ্ডের পথ পরিহার করে সুস্থ ধারার রাজনীতিতে ফিরে আশার আহ্বান জানান।

সম্প্রতি জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত আম্বিয়ান্তে ফেয়ারে অংশগ্রহণ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, তিনি মেলায় বাংলাদেশ, ভারতসহ অন্যান্য দেশের স্টল পরিদর্শন করেছেন। বাংলাদেশ ছাড়াও বিভিন্ন দেশের পাটজাত পণ্যের ডিজাইন ও নিউ ট্রেন্ড দেখেছেন। তিনি খুবই আশ্চর্যজনকভাবে লক্ষ্য করেছেন আমাদের অনেক উদ্যোক্তা চমৎকার পরিবেশবান্ধব পণ্যসামগ্রী নিয়ে মেলায় অংশগ্রহণ করেছে। এ মেলায় তারা অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালনে বিশেষ ভূমিকা রাখবে।

#

সৈকত/সায়েম/শফি/সঞ্জীব/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৯০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৯

**জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বাংলাদেশের জনগণের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সপ্তমবারের মতো ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস- ২০২৪’ পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। দিবসটির এ বছরের প্রতিপাদ্য “স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নাই” সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান সংবিধানে মৌলিক বিষয়গুলো যেমন: অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি খাদ্য নিরাপত্তার ওপর বিশেষভাবে জোর দেন এবং খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের বলিষ্ঠ নেতৃত্বে দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করেছে। খাদ্য নিরাপত্তার পর আমাদের সরকারের দৃষ্টি এখন পুষ্টিসমৃদ্ধ নিরাপদ খাদ্যে। তারই ফলশ্রুতিতে মহান জাতীয় সংসদে পাশ করা হয় ‘নিরাপদ খাদ্য আইন, ২০১৩'।

খাদ্যের নিরাপত্তা রক্ষায় কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী ও রেগুলেটরি সংস্থা হিসেবে ২০১৫ সনে প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ। বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতির যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে দেশে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ নিরলস কাজ করছে। জন্মলগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটি একদিকে যেমন জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে; অন্যদিকে আইনের প্রয়োগসহ বিভিন্ন গবেষণাধর্মী কার্যক্রমও সম্পাদন করছে। মানুষের মধ্যে সর্বাত্মক সচেতনতা না আসলে একটি পরিপূর্ণ নিরাপদ খাদ্য সংস্কৃতি গড়ে উঠবে না। জনসচেতনতাকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক সভা-সেমিনার অনুষ্ঠান, উঠান বৈঠক, টিভিসি প্রচার ও গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশসহ নানাবিধ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যে পারিবারিক পর্যায়ে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য ‘নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পারিবারিক নির্দেশিকা’ নামক একটি পরিপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশের মাধ্যমে তা সারাদেশে বিতরণ করা হচ্ছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক যেকোনো বিষয় জানতে বা অভিযোগ জানাতে ‘খাদ্যকথন’ নামে একটি এপ্লিকেশন চালু করা হয়েছে। নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক পরামর্শ গ্রহণের জন্য গত বছর চালু করা হয় টোল ফ্রি নম্বর কল সেন্টার ‘১৬১৫৫’; যেখানে দেশের সকল প্রান্তের মানুষ সকাল ৮টা থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত যেকোনো পরামর্শ গ্রহণ বা অভিযোগ জানাতে পারছেন। কর্তৃপক্ষের ওপর অর্পিত দায়িত্ব সুচারুভাবে পালনের লক্ষ্যে পাঁচ বছর মেয়াদী কৌশলগত পরিকল্পনা ২০২২-২৬ প্রণয়ন করা হয়েছে। খাদ্যের নিরাপদতার সঠিক মান নির্ধারণ ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ১৩টি বিধি-প্রবিধি প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে শিক্ষার্থীদের নিরাপদ খাদ্য বিষয়ে সচেতন করতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যপুস্তকে নিরাপদ খাদ্য বিষয়ক কনটেন্ট সংযুক্ত করা হয়েছে। জনসচেতনতা সৃষ্টির পাশাপাশি বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ দক্ষতার সাথে খাদ্য স্থাপনা মনিটরিং ও ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে ভেজালবিরোধী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১৬৫টি ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা এবং ১১ হাজার ৭৫৪টি খাদ্য স্থাপনা পরিদর্শন করা হয়। এছাড়া বিগত অর্থবছরে ১৫৬টি খাদ্যস্থাপনাকে এ+, এ, বি এবং সি ক্যাটেগরিতে গ্রেডিং প্রদান করা হয়। ইতোমধ্যে প্রতিষ্ঠানটির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানের সাথে দেশীয় খাদ্যপণ্যের মানের সমন্বয় ঘটানোর জন্য দেশি-বিদেশি সদস্যের অন্তর্ভুক্তিতে ২৭টি বিশেষজ্ঞ কমিটির মাধ্যমে ‘Hamonization’ সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তুতপূর্বক তা পর্যালোচনার জন্য বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO)- তে প্রেরণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি, করোনা মহামারি, গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসান ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বৈশ্বিক খাদ্য সংকটের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। তাই যেটুকু পতিত জমি আছে তা সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর পাশাপশি খাদ্য নিরাপদ রাখার ব্যাপারে সবাইকে সচেতন থাকতে হবে। আমি আশা করি, জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অংশীজনের প্রায়োগিক ভূমিকার মাধ্যমে আমরা খাদ্য উৎপাদন, আমদানি, প্রক্রিয়াকরণ ও বাজারজাতকরণে সর্বোচ্চ মান বজায় রেখে সবার জন্য নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে সক্ষম হবো, ইনশাআল্লাহ ।

আমি ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস-২০২৪’ উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

সরওয়ার/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭২৪ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৮

**বনভূমি সম্প্রসারণ ও জবরদখলমুক্ত কার্যক্রম জোরদার করতে বনমন্ত্রীর নির্দেশ**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

বনভূমি সংরক্ষণ থেকে সম্প্রসারণ করার উদ্যোগ নিতে বন অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশ প্রদান করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী । তিনি পাইলটিংভিত্তিতে বন সম্প্রসারণের মাধ্যমে নতুন বন ঘোষণা করার ওপর জোর দেওয়ার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি বলেন, পার্বত্য অঞ্চলে অবক্ষয়িত বন পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিতে হবে। গাজীপুরসহ বেদখল হয়ে যাওয়া ২ লাখ ৫৭ একরের বনভূমি জবরদখলমুক্ত করতেও বিশেষ উদ্যোগ নেয়ার নির্দেশ দেন বনমন্ত্রী।

মন্ত্রী আজ ঢাকায় বন অধিদপ্তর পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে এসব কথা বলেন।

বনমন্ত্রী এ সময় গাজীপুরের শেখ কামাল ওয়াইল্ড সেন্টারকে কার্যকর করতে দুই সপ্তাহের মধ্যে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা জমা দিতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি আরো বলেন, উপকূল জুড়ে নিরবচ্ছিন্ন সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে হবে। বন্যপ্রাণীর আন্তর্জাতিক অপরাধ নিয়ন্ত্রণে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। বন, বন্যপ্রাণী ও জীববৈচিত্র্য বিষয়ক শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও গবেষণার মাধ্যমে বন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। নিজ নিজ দক্ষতা, আন্তরিকতা, সততা ও নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। তিনি বলেন, বন সংরক্ষণে আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে।

পরিদর্শনকালে মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, উপপ্রধান বন সংরক্ষক ও সুফল প্রকল্পের পরিচালক গোবিন্দ রায়-সহ বন অধিদপ্তরের সদর দপ্তরের সকল এবং সারা দেশের বিভাগীয় বন কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। বন অধিদপ্তরের মিশন, ভিশন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা-সহ সার্বিক বিষয় পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি সংরক্ষণ অঞ্চল, ঢাকার বন সংরক্ষক ইমরান আহমেদ।

#

দীপংকর/সায়েম/শফি/রফিকুল/শামীম/২০২৪/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৭

**সরকার ড. ইউনূসকে হয়রানির জন্য কিছু করছে না**

**--- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, অকাট্য প্রমাণ থাকার পরও বিদেশে ছড়ানো হচ্ছে- ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ সেগুলো মিথ্যা এবং বলা হচ্ছে সরকার তাকে হয়রানির জন্য এটা করছে। এইসব অভিযোগ সত্য না। তিনি বলেন, সরকার ড. ইউনূসকে হয়রানির জন্য কিছু করছে না। সরকার কোনো মিথ্যা মামলাও করেনি। শ্রম অধিদফতরের তদন্তে শ্রম অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রমাণ হওয়ায় শ্রমিকদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে মামলা করেছে।

আজ সচিবালয়ে নিজ মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময় আইন ও বিচার বিভাগের সচিব মোঃ গোলাম সারওয়ার উপস্থিত ছিলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, কেউ আইনের ঊর্ধ্বে নয়। অপরাধ করলে সবাইকে আইনের মাধ্যমে বিচারের সম্মুখীন হতে হবে।

আনিসুল হক বলেন, ২০১৭ সালে শ্রমিকরা তাদের অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে ও ন্যায্য প্রাপ্যতা দেওয়া হচ্ছে না অভিযোগ তুলে ড. ইউনূসের বিরুদ্ধে শ্রম আদালতে শতাধিক মামলা করেন। পরে নায্য প্রাপ্যতা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়ায় তারা এই মামলা প্রত্যাহার করে। কিন্তু শ্রম অধিদফতরের কাছে মনে হয় যে, শ্রমিকরা যে অভিযোগ করেছে; তাতে ওই প্রতিষ্ঠানে শ্রম অধিকার ক্ষুণ্ন হচ্ছে। সেই কারণে তারা তদন্ত করে এবং শ্রম দফতরের তদন্তে শ্রম অধিকার ক্ষুণ্ন হওয়ার একাধিক ঘটনা উঠে আসে। এরপর শ্রম দফতর মামলা করেছে। তিনি বলেন, ‘এই মামলার বিষয়ে ড. ইউনূস হাইকোর্টে এবং আপিল বিভাগে আবেদন করেছিলেন যে, এই মামলা চলতে পারে না। দুই জায়গা থেকেই আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। এর অর্থ হচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত এই মামলা পরিচালনার অনুমোদন দিয়েছেন। এরপর আর কিছু বলার থাকে না।’

আইনমন্ত্রী বলেন, এখন যে বলা হচ্ছে, সরকার তাকে হয়রানি করছে, শ্রমিকরা মামলা করেনি; এগুলো দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, কর ফাঁকির বিষয়ে ড. ইউনূস আপিল বিভাগ পর্যন্ত গিয়েছিলেন। তিনি হেরেছেন এবং ১২ কোটি টাকা কর পরিশোধ করেছেন। কেউ ফাঁকি না দিলে কোটি কোটি টাকা পরিশোধ করে না।

#

রেজাউল/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৬

**বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক**

**পরিচালক সায়মা ওয়াজেদকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

আজ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ভারতীয় দিল্লিস্থ নির্ধারিত অফিসে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান সম্পন্ন করেছেন আন্তর্জাতিক অটিজম বিশেষজ্ঞ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী কন্যা সায়মা ওয়াজেদ। তিনিই প্রথম ও একমাত্র বাংলাদেশি এবং বিশ্বে ২য় নারী হিসেবে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এই সম্মানজনক পদে যোগ দিলেন। এ উপলক্ষ্যে তাঁকে বিশেষ শুভেচ্ছা বার্তা পাঠিয়েছেন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী অধ্যাপক ডা. সামন্ত লাল সেন।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আঞ্চলিক পরিচালক পদে সায়মা ওয়াজেদের যোগদান প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডা. সামন্ত লাল সেন বলেন, ‘সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য নিয়ে বহু আগে থেকেই কাজ করা একজন অভীজ্ঞ মানুষ। বিশ্বের বহু দেশের নেতৃবৃন্দ তাঁকে অটিজম বিশেষজ্ঞ হিসেবেই চেনেন। আর একজন বাংলাদেশি হিসেবে এই রকম দায়িত্বশীল ও গুরুত্বপূর্ণ পদে যোগ দেওয়াটা আমাদের জন্য একটি বিরাট অর্জন ও সম্মানের। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সব থেকে বড় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পদে তাঁর যোগদানে বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাত নিঃসন্দেহে আরো মজবুত ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

উল্লেখ্য, গত ১ নভেম্বর প্রধানমন্ত্রীকন্যা সায়মা ওয়াজেদ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার আরডি নির্বাচনে বিপুল ভোটের ব্যবধানে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আঞ্চলিক পরিচালক পদে নির্বাচিত হন। তারই ধারাবাহিকতায় তিনি আজ ভারতের দিল্লিতে আনুষ্ঠানিকভাবে উক্ত পদের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

#

মাইদুল/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৮১৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৫

**আগামীকাল ২য় ধাপের শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষা**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগে দ্বিতীয় ধাপের লিখিত (খুলনা, রাজশাহী, ময়নমনসিংহ বিভাগ) পরীক্ষা আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ শুক্রবার অনুষ্ঠিত হবে। তিন বিভাগের ২২টি জেলাশহরে সকাল ১০ টা থেকে ১১ টা পর্যন্ত ১ ঘণ্টা এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক শাহ রেজওয়ান হায়াত জানান, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা অনুষ্ঠানে সকল প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণ স্ব স্ব জেলার সকল পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। এবার মন্ত্রণালয় ও অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাকে বিভিন্ন জেলায় মনিটরিংয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। তাঁরা ইতোমধ্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত জেলায় পৌঁছে গেছেন।

দ্বিতীয় পর্বে মোট পরীক্ষার্থী ৪ লাখ ৩৯ হাজার ৪৪৩ জন, কেন্দ্রের সংখ্যা ৬০৩টি, কক্ষের সংখ্যা ৯ হাজার ৩৫৭টি।

#

তুহিন/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭৫০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৪

**নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানি উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক ব্যবস্থাপনায় থাকা অপরিহার্য**

**--- স্থানীয় সরকার মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ডেল্টা প্ল্যান-২১০০ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে ব-দ্বীপ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ গতিপথের পথনকশা তৈরি করে দিয়েছেন। বাংলাদেশ একটি ভাটির দেশ হওয়ায় হিমালয়ের বিভিন্ন উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে অসংখ্য নদী আমাদের দেশের উপর দিয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। নদীমাতৃক বাংলাদেশে পানির সাথে সহাবস্থান নিশ্চিত করেই আমাদের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পরিকল্পনা সাজাতে হবে। সেজন্য পানি উন্নয়ন কার্যক্রম সঠিক ব্যবস্থাপনায় থাকা অপরিহার্য বলে মন্তব্য করেছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী।

মন্ত্রী আজ ঢাকা ওয়াসা ও পানি উন্নয়ন বোর্ড আয়োজিত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পানি উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভিমুখীনতা সম্পর্কে প্রদত্ত বিভিন্ন নির্দেশনা তাৎপর্য এবং তা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কর্মধারা সম্পর্কে এক কর্মশালায় সভাপতিত্বকালে এসব কথা বলেন। কর্মশালায় সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী এবং পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন জাতিসংঘের সাবেক উন্নয়ন গবেষণা প্রধান ড. নজরুল ইসলাম।

মোঃ তাজুল ইসলাম এ সময় বিভিন্ন খাল পুনরুদ্ধার ও পরিষ্কার করার ওপর জোর দিয়ে বলেন, বিগত সময়ে মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন উদ্যোগের ফলে ঢাকার আশপাশের খালগুলো পুনরুদ্ধার করে সেখানে পানি প্রবাহ স্বাভাবিক করার প্রচেষ্টার ফলে ঢাকা শহরে জলাবদ্ধতার সমস্যা অনেকাংশে দূর করা সম্ভব হয়েছে।

মন্ত্রী এ সময় দেশের নদনদীর উপর নির্মিত স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিভিন্ন সেতু ফিজিবিলিটি স্টাডি করে নেওয়া হচ্ছে উল্লেখ করে বলেন, হাইড্রলজিক্যাল এবং মর্ফোলজিক্যাল বিশ্লেষণ করে সেতু নির্মাণের ফলে নৌপথের যোগাযোগ ব্যবস্থায় এখন আর কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে না। এছাড়া গ্রামের রাস্তাঘাট নির্মাণ করার সময় পানির প্রবাহে ব্যাঘাত না ঘটিয়ে তা নির্মাণ করা হচ্ছে। রাস্তার পাশের ড্রেনেজ ব্যবস্থাও আগের থেকে অনেক উন্নত হয়েছে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী।

#

হেমায়েত/সায়েম/শফি/রফিকুল/জয়নুল/২০২৪/১৭৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮৩

**সুন্দরভাবে বাঁচতে মানুষকে নদী ও জলাশয়ের সুরক্ষা করতে হবে**

**-পরিবেশমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (০১ ফেব্রুয়ারি):

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, মানুষকে সুন্দরভাবে বাঁচতে হলে নদী, জলাশয়ের ও পরিবেশের সুরক্ষা করতে হবে। পরিবেশের অবক্ষয় রোধে আমাদেরকে নদী ও প্রকৃতির সাথে চলতে হবে। প্রকৃতির বিপরীত ধারায় গিয়ে আমরা কখনোই সুফল বয়ে আনতে পারবো না। টেকসই উন্নয়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা এবং উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে সবাই মিলে সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে।

আজ বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পানি উন্নয়ন প্রচেষ্টার অভিমুখীনতা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনার তাৎপর্য এবং তা বাস্তবায়নের সুনির্দিষ্ট কর্মধারা সম্পর্কে রাজধানীর পানি ভবনে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড এবং ঢাকা ওয়াসার যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত কর্মশালায় মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশনা মোতাবেক আমাদেরকে বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সাথে সহাবস্থান করেই বাঁচতে হবে। নদীর পানির স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করলে পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য নষ্ট হয়। এলক্ষ্যে পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা, বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা এবং পানিসম্পদ ব্যবহারের টেকসইকরণে জোর দিতে হবে। বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ পানি উন্নয়ন প্রচেষ্টায় একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে।

কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রী মোঃ তাজুল ইসলাম। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পানি সম্পদ প্রতিমন্ত্রী জাহিদ ফারুক। কর্মশালায় মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং জাতিসংঘের সাবেক উন্নয়ন গবেষণা প্রধান ড. নজরুল ইসলাম। কর্মশালা পরিচালনা করেন ঢাকা ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী তাসকিম এ খান।

#

দীপংকর/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১৪৪৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮২

শিল্পমন্ত্রীর সাথে দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূতের সাক্ষাৎ

**নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি নির্মাণে সহযোগিতার আশ্বাস**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (০১ ফেব্রুয়ারি):

বাংলাদেশে নিযুক্ত কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত PARK Young Sik বাংলাদেশে নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি তৈরিতে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেছেন।

আজ রাজধানীর মতিঝিলে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সাথে সাক্ষাতকালে তিনি এই আশ্বাস প্রদান করেন। এসময় মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জাকিয়া সুলতানা এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত Seong Doo Ahn উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে দ্বিপক্ষীয় ব্যবসা-বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশা প্রকাশ করে মন্ত্রী বলেন, আমরা শিল্প মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বাংলাদেশ ইস্পাত ও প্রকৌশল কর্পোরেশনের প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজের মাধ্যমে নিজস্ব ব্র্যান্ডের গাড়ি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছি। এ বিষয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার সহযোগিতা পেলে আমাদের গাড়ি নির্মাণ কার্যক্রম ত্বরান্বিত হবে। তিনি বলেন, আমরা অটোমোবাইল শিল্প উন্নয়ন পলিসি ২০২১ -এ ১৫০০-১৬০০ সিসি গাড়ি তৈরির বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করেছি।

মন্ত্রী বলেন, আমি গাজীপুরের কালিয়াকৈর হাইটেক পার্কে হুন্দাই কারখানা এবং নরসংদীতে স্যামসাং কারখানা পরিদর্শন করেছি। দক্ষিণ কোরিয়ার অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশে বিনিয়োগে এগিয়ে আসতে পারে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রদূত বাংলাদেশে তাদের কর্মীদের জন্য ভিসা প্রাপ্তি সহজীকরণ এবং কর, শুল্ক ইত্যাদি সংক্রান্ত সমস্যাসমূহ সমাধানে শিল্পমন্ত্রীর সহযোগিতা কামনা করেন। শিল্পমন্ত্রী এ সকল বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করবেন বলে রাষ্ট্রদূতকে অবহিত করেন।

#

মাহমুদুল/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/সাজ্জাদ/মাসুম/২০২৪/১৪৫২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮১

**বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগে সৌদি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান রাষ্ট্রপতির**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে আরো বিনিয়োগ করতে সৌদি বিনিয়োগকারীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ।

আজ সৌদি আরবের সূরা কাউন্সিলের স্পিকার Dr. Abdullah Mohammed Ibrahim Al Sheikh- এর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধিদল বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি এ আহ্বান জানান।

সাক্ষাৎকালে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক অত্যন্ত চমৎকার। দু’দেশের মধ্যে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বন্ধনও দৃঢ়। তিনি বলেন, সৌদি আরবের মক্কা ও মদিনা বাংলাদেশের মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত পবিত্র স্থান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সৌদি আরব বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শ্রমবাজার। তিনি বলেন, সৌদি আরবে বসবাসরত প্রবাসী বাংলাদেশিরা উভয় দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সৌদি আরবকে বাংলাদেশের উন্নয়নের বড় অংশীদার উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশে সৌদি বিনিয়োগ ও দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি ভবিষ্যতে এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

এসময় মুসলিম উম্মার শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সৌদি আরবের নেতৃত্বের প্রশংসা করেন রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি আরো বলেন, বাংলাদেশ স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবির প্রতি জোর সমর্থন জানায় এবং গাজায় ইসরাইলি হামলার তীব্র নিন্দা জানায়।

সাক্ষাৎকালে সৌদি আরবের সূরা কাউন্সিলের স্পিকার বলেন, সৌদি সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে খুবই গুরুত্ব দেয়। এসময় প্রতিনিধিদল বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের প্রশংসা করে বলেন, বাংলাদেশের উন্নয়নে তাদের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে।

রাষ্ট্রপতির কার্যালয়ের সচিবগণ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৪৪০ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৮০

**লিবিয়া থেকে ‍আরো ১৩৯ অনিয়মিত বাংলাদেশির প্রত্যাবাসন**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (০১ ফেব্রুয়ারি):

লিবিয়ার ত্রিপলিতে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা ও আর্ন্তজাতিক অভিবাসন সংস্থার প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় লিবিয়ার বেনগাজি শহরের বিভিন্ন স্থানে আটক ১৩৯ জন অনিয়মিত বাংলাদেশিকে আজ ভোর সোয়া চারটায় বুরাক এয়ারের একটি চার্টার্ড ফ্লাইট যোগে বেনগাজি হতে ঢাকায় প্রত্যাবাসন করা হয়েছে। ২০২৩ সালের জুলাই থেকে এ পর্যন্ত মোট ১২৪৫ জন বাংলাদেশি নাগরিককে লিবিয়া থেকে দেশে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। তারা ত্রিপলি ও বেনগাজি শহরের বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারসহ বিচ্ছিন্ন স্থানে আটক ছিলেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও আর্ন্তজাতিক অভিবাসন সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ আজ হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে প্রত্যাবাসনকৃত অসহায় বাংলাদেশি নাগরিকদের অভ্যর্থনা জানান। বিমানবন্দরে আর্ন্তজাতিক অভিবাসন সংস্থার পক্ষ থেকে তাদের প্রত্যেককে পকেট মানি হিসেবে ৬ হাজার টাকা ও কিছু খাদ্যসামগ্রী উপহার দেয়া হয়।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরিচালক (কল্যাণ) মোস্তফা জামিল খান ফিরে আসা অভিবাসীদের খোঁজখবর নেন। তিনি অভিবাসীদের লিবিয়াতে তাদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা পরিবারসহ প্রতিবেশী ও আত্মীয়-পরিজনের সাথে আলোচনা করার পরামর্শ দেন। কেউ যেন টাকা খরচ করে বা দালালের খপ্পরে পড়ে অবৈধ পথে বিদেশে পা না বাড়ায় সে বিষয়ে পরিচিত সবাইকে সচেতন করতে অভিবাসীদের অনুরোধ করেন।

লিবিয়ায় বিপদগ্রস্তসহ বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টারে আটক বাংলাদেশি নাগরিকদের নিরাপদে দেশে প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে বাংলাদেশ দূতাবাস, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা একসাথে নিরলসভাবে কাজ করছে।

#

মাসুম বিল্লাহ/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রাসেল/মাসুম/২০২৪/১৪৩০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৯

**রাজশাহীতে জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ শীর্ষক প্রেস ব্রিফিং**

রাজশাহী, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

৩ ফেব্রুয়ারি রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে আজ বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার জসীম উদ্দীন হায়দারের সভাপতিত্বে ‘জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ’ শীর্ষক প্রেস ব্রিফিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্রিফিংয়ে জসীম উদ্দীন হায়দার জানান, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি সকাল দশ’টায় জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে মহিলা ও শিশুবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে রাজশাহী বিভাগের শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের সংবর্ধনা দেওয়া হবে।

অনুষ্ঠানে ৫টি ক্যাটেগরিতে প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত ১০ জনের মধ্যে থেকে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতাকে ২৫ হাজার টাকা, সনদ, ক্রেস্ট ও উত্তরীয় প্রদান করা হবে। এ ছাড়া রাজশাহী বিভাগের ৮ জেলা থেকে নির্বাচিত অপর ৩৫ জন জয়িতাকে ৫০০০ টাকা, সনদ, ক্রেস্ট ও উত্তরীয় তুলে দেওয়া হবে।

তিনি আরো জানান, অনুষ্ঠানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী সিমিন হোসেন (রিমি) প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বিভাগীয় কমিশনার ড. দেওয়ান মুহাম্মদ হুমায়ূন কবীর অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন।

#

তৌহিদুজ্জামান/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রাসেল/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩৫৫ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৮

**রংপুর বিভাগের চা-শ্রমিকদের জন্য ৬৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদান**

রংপুর, ১৮ই মাঘ (১লা ফেব্রুয়ারি) :

রংপুর বিভাগের চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে ৬৮ লাখ ৫০ হাজার টাকা অনুদান প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে সরকার।

রংপুর বিভাগের পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও ও লালমনিরহাট জেলার মোট ১ হাজার ৩৭০ জন চা-শ্রমিককে এককালীন ৫ হাজার টাকা হারে অনুদান প্রদান করা হবে। অনুদান প্রদানের কার্যক্রম ইতোমধ্যে শুরু হয়েছে। অনুদানের আওতায় আসা চা-শ্রমিকদের মধ্যে রয়েছে পঞ্চগড় জেলার সদর উপজেলার ৩২৮ জন, তেঁতুলিয়া উপজেলার ৪৫৫ জন, আটোয়ারী উপজেলার ৩৬ জন; ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার ২৫ জন, বালিয়াডাঙ্গী উপজেলার ৩০৬ জন ও লালমনিরহাট জেলার হাতীবান্ধা উপজেলার ২২০ জন। সরকারের এই অনুদান চা-শ্রমিকদের কাজে উৎসাহ জোগাবে।

#

অর্জুন/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৪০৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৭

**বরিশালের বিস্ফোরক অধিদপ্তর গত ছয় মাসে ১১২টি অভিযান পরিচালনা করেছে**

বরিশাল, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রায়ই অগ্নি দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। ২০১২ সালে তাজরীন ফ্যাশনের অগ্নিকাণ্ড, ২০১৯ সালে পুরান ঢাকার চুড়িহাট্টার অগ্নিকাণ্ড, একই বছরে বনানীর এফ.আর. টাওয়ারের অগ্নিকাণ্ড কিংবা ২০২৩ সালে ঢাকার নিউ সুপার মার্কেট ও বঙ্গবাজারের অগ্নিকাণ্ডের স্মৃতি এখনও বাংলাদেশের মানুষকে নাড়া দেয়। এমনকি ২০২১ সালে ঝালকাঠির সুগন্ধা নদীতে ‘এমভি অভিযান-১০’ লঞ্চের অগ্নিকাণ্ডের মর্মান্তিক দৃশ্য বরিশালবাসী আজও ভুলতে পারেনি।

অগ্নিকাণ্ডে অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু ও ক্ষয়ক্ষতি এড়াতে সচেতনতার বিকল্প নেই। আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে বাসস্থান নির্বাচন, ভবন নির্মাণের যথার্থ মান নিশ্চিত করা এবং বৈদ্যুতিক ও রান্না-সংক্রান্ত সরঞ্জামের নিরাপদ সংযোগ ও ব্যবহারসহ সম্ভাব্য দাহ্য, বিস্ফোরক ও বিপজ্জনক যেকোনো দ্রব্যের ব্যবহারে। সর্বোচ্চ সতর্কতা ও সচেতনতাই হতে পারে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধের কার্যকর পথ।

এ লক্ষ্যে সারাদেশে দাহ্য ও বিস্ফোরকদ্রব্য মজুদ, সংরক্ষণ, বিপণন ও বিতরণের বিভিন্ন পর্যায়ে লাইসেন্স প্রদান, আমদানি অনুমতি-অনাপত্তিসহ বিভিন্ন প্রকারের অনুমোদন ও অনুমতি প্রদান, পরীক্ষণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে সতর্ক নজরদারি রেখে চলেছে বিস্ফোরক পরিদপ্তর। বরিশালের বাংলাবাজার এলাকায় অবস্থিত বিস্ফোরক পরিদপ্তরের বিভাগীয় অফিসটিও এর ব্যতিক্রম নয়।

বিস্ফোরক অফিস সূত্রে জানা যায়, বিগত ছয় মাসে এ দপ্তরটি বরিশালের বিভিন্ন স্থানে ১১২টি অভিযানের অংশ ছিলো, যার মধ্যে বরিশালের বিভিন্ন পেট্রোল পাম্প, তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলপিজি)-র মজুদ ও বিপণী, বিদ্যুৎ সঞ্চালন ও বিতরণ কেন্দ্র ইত্যাদি রয়েছে। এসব অভিযানে বিস্ফোরক আইন ১৮৮৪, প্রাকৃতিক গ্যাস নিরাপত্তা বিধিমালা ১৯৯১, গ্যাস সিলিন্ডার বিধিমালা ১৯৯১, গ্যাসাধার বিধিমালা ১৯৯৫, কার্বাইড বিধিমালা ২০০৩, বিস্ফোরক বিধিমালা ২০০৪, এলপিজি বিধিমালা ২০০৪, পেট্রোলিয়াম আইন ২০১৬, পেট্রোলিয়াম বিধিমালা ২০১৮, সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস (সিএনজি) বিধিমালা ২০১৮ এবং অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট বিধিমালা ২০১৮ এর মতো প্রাসঙ্গিক আইন-কানুনের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে আইন-ভঙ্গকারীদেরকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করার মধ্য দিয়ে বরিশালে বিস্ফোরক, দাহ্য ও বিপজ্জনক পদার্থের নিরাপদ ব্যবহার নিশ্চিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখে চলেছে।

#

রাফিদ/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রাসেল/সাজ্জাদ/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩৩৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৬

**রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের নিকট সাত অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতের পরিচয়পত্র পেশ**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

বাংলাদেশে নবনিযুক্ত ৭টি দেশের অনাবাসিক রাষ্ট্রদূতগণ আজ বঙ্গভবনে রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিনের নিকটে তাদের পরিচয়পত্র পেশ করেছেন।

মঙ্গোলিয়ার নতুন রাষ্ট্রদূত GANBOLD Dambajav, উত্তর মেসিডোনিয়ার রাষ্ট্রদূত Slobodan Uzunov, পেরুর রাষ্ট্রদূত JAVIER MANUEL PAULINICH VELARDE, স্লোভাক রিপাবলিকের রাষ্ট্রদূত Robert Maxian, স্লোভেনিয়ার রাষ্ট্রদূত Mateja Vodeb Ghosh, উরুগুয়ের রাষ্ট্রদূত Alberto A. Guani এবং ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রদূত CAPAYA RODRIGUEZ GONZÁLEZ রাষ্ট্রপতির নিকট পরিচয়পত্র পেশ করেন।

সকালে বঙ্গভবনে পৌঁছালে প্রেসিডেন্ট গার্ড রেজিমেন্টের একটি চৌকস দল তাদের গার্ড অব অনার প্রদান করে।

নতুন রাষ্ট্রদূতদের স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি তাদের বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্য বিনিয়োগ বাড়াতে এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক এগিয়ে নিতে কাজ করার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্রপতি বলেন, বাংলাদেশ এখন বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল । বাংলাদেশে বিনিয়োগের উজ্জ্বল সম্ভাবনা তুলে ধরে রাষ্ট্রপতি অবকাঠামো, জ্বালানি ও তথ্য প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধিতে কাজ করার জন্য নতুন রাষ্ট্রদূতদের আহ্বান জানান। বাংলাদেশে তৈরি পোশাক, ঔষুধ, সিরামিকসহ বিভিন্ন বিশ্বমানের পণ্য উৎপাদিত হয় উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি এসব পণ্যের আমদানি বাড়াতে কাজ করার কথাও বলেন।

সাক্ষাৎকালে নতুন রাষ্ট্রদূতগণ বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তারা বাংলাদেশের সাথে নিজ নিজ দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন । এসময় দায়িত্ব পালনে রাষ্ট্রদূতগণ রাষ্ট্রপতির সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন।

পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, রাষ্ট্রপতির সামরিক সচিব মেজর জেনারেল এস এম সালাহ উদ্দিন ইসলাম , প্রেস সচিব মোঃ জয়নাল আবেদীন এবং সচিব সংযুক্ত মোঃ ওয়াহিদুল ইসলাম খান এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/রাসেল/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩৪৫ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৫

জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' উদযাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য ‘স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও সমৃদ্ধি চাই; নিরাপদ খাদ্যের বিকল্প নেই' যথার্থ ও সময়োপযোগী হয়েছে বলে মনে করি।

জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাবারের কোনো বিকল্প নেই। নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়; তেমনি অনিরাপদ খাবার গ্রহণের কারণে দেহে নানাবিধ মরণব্যাধি বাসা বাঁধে। জনস্বাস্থ্য ও খাদ্যের পুষ্টিমানের গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সংবিধানে জনগণের পুষ্টির স্তর উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিসাধনকে রাষ্ট্রের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। জনস্বাস্থ্য রক্ষা ও নিরাপদ খাদ্যের জন্য প্রয়োজন খাদ্য উৎপাদনে নিরাপদ প্রযুক্তি ও নিরাপদ খাদ্য উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত করা। এজন্য সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থার সমন্বয়ে আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নিরাপদ খাদ্যের বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম আরও বেগবান করা জরুরি। বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট সকল প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে এ বিষয়ে কার্যকর ভূমিকা রাখতে হবে। খাদ্য উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত ও বাজারজাতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত নজরদারি এবং এ বিষয়ে জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে আমি নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপক্ষকে আহ্বান জানাই।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার একটি অন্যতম অনুষঙ্গ হচ্ছে সকলের জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিতকরণ। সরকার জনস্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিরাপদ খাদ্যের প্রাপ্তি, চিকিৎসা সুবিধা বৃদ্ধি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নয়নসহ ব্যাপক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এসকল কর্মসূচির সুষ্ঠু বাস্তবায়ন জনস্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জনে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করবে বলে আমার বিশ্বাস। মেধা ও মননে একটি উৎকর্ষ ও কর্মক্ষম জাতি গঠনে সকলের জন্য নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্য নিশ্চিত করাই হোক জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবসে আমাদের সকলের অঙ্গীকার।

আমি ‘জাতীয় নিরাপদ খাদ্য দিবস ২০২৪' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০২০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৪

বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর বাণী

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“মুসলিম সম্প্রদায়ের দ্বিতীয় বৃহত্তম সমাবেশ বিশ্ব ইজতেমা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলিম উম্মাহকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মোবারকবাদ। বিগত বছরের ন্যায় এবারও দুই ধাপে ০২-০৪ ফেব্রুয়ারি এবং ০৯-১১ ফেব্রুয়ারি বিশ্ব ইজতেমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধের পর ইসলামের উন্নয়ন, প্রচার, প্রসার এবং খেদমতে বহু কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তিনি ইসলামিক ফাউন্ডেশন ও মাদ্রাসা বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব তাবলীগ জামাতের জন্য কাকরাইল মসজিদে জমি দান করেন এবং টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে বিশ্ব ইজতেমার জন্য জায়গা বরাদ্দ দেন। তিনি কম খরচে হজ পালনের জন্য হিজবুল বাহার জাহাজ ক্রয় করেন এবং বাংলাদেশ থেকে সমুদ্রপথে হজযাত্রী প্রেরণ করেন। জাতির পিতা মুসলিম বিশ্বসহ আরব দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁর কূটনৈতিক দূরদর্শিতায় বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ওআইসি'র সদস্যপদ লাভ করে। সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে।

আওয়ামী লীগ সরকার জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে ২০০৯ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের পর হতে বাংলাদেশে ইসলামের উন্নতিকল্পে বহুবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সকল জেলা এবং উপজেলায় মডেল মসজিদ এবং ইসলামিক কালচারাল সেন্টার নির্মাণ করা হচ্ছে। মানবসম্পদ উন্নয়নে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দকে সম্পৃক্ত করে মসজিদের ইমামগণকে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। কুরআনের শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যে ইসলামিক ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় লাখ লাখ শিশুকে কুরআন শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে।

১৯৬৭ সাল থেকে প্রতি বছর রাজধানী ঢাকার উপকণ্ঠে টঙ্গীর তুরাগ নদীর তীরে মুসলমানদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় সমাবেশ ইসলামের মর্মবাণী প্রচার ও প্রসারের ক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। ইজতেমা বিশ্বের নানা প্রান্তের মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্যের এক অপূর্ব মিলনক্ষেত্র, যা ইসলামী সমাজ, শৃঙ্খলা, ভ্রাতৃত্ব ও মহানুভবতার এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত। আবহমানকাল ধরে আমাদের লালিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা, অকৃত্রিম সরলতা ও অতিথিপরায়ণতা এবং সহিষ্ণুতার আলোকবার্তা ইজতেমায় আগত বিদেশি মেহমানদের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে পৌঁছে যাবে- এ আমার প্রত্যাশা।

আমি আশা করি, এ মহান ধর্মীয় সমাবেশ বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা রাখবে এবং মুসলিম উম্মাহর ঐক্য, সংহতি ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে আরো সুদৃঢ় করবে।

আমি বিশ্ব ইজতেমা ২০২৪ উপলক্ষ্যে মহান আল্লাহর দরবারে দেশবাসী ও মুসলিম উম্মাহর সুখ, শান্তি ও কল্যাণ এবং সমৃদ্ধি কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০০০ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

তথ্যবিবরণী নম্বর : ২৬৭৩

**বাংলাদেশ থেকে দক্ষ জনবল নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ মঙ্গোলিয়ার**

ঢাকা, ১৮ মাঘ (১ ফেব্রুয়ারি) :

মঙ্গোলিয়া বাংলাদেশ থেকে ডাক্তার-নার্স এবং ইঞ্জিনিয়ারসহ বিভিন্ন খাতে দক্ষ জনবল নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম (টিটু)।

গতকাল মন্ত্রণালয়ে মঙ্গোলিয়ার অনাবাসিক রাষ্ট্রদূত Ganbold Dambajav বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করতে এসে এ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন।

আহসানুল ইসলাম (টিটু) জানান, বাংলাদেশের অনেক দক্ষ জনবল বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সুনামের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। বিদেশি শ্রমবাজারে বাংলাদেশের শ্রমিকদের ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। এসময় মঙ্গোলিয়ার রাষ্ট্রদূত ডাক্তার-নার্স, ইঞ্জিনিয়ারিং কন্সট্রাকশন এবং কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে জনবল নেয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এ ব্যাপারে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার কথা জানান।

রাষ্ট্রদূত বলেন, মঙ্গোলিয়া দেশটির দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজি ঘোষণা করায় ইংরেজিতে দক্ষ জনবলের বড় চাহিদা রয়েছে। তিনি প্রতিমন্ত্রীকে বাংলাদেশ থেকে এ ভাষায় দক্ষ শিক্ষার্থী নেয়ার আহ্বান জানান। এর জবাবে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে ইংরেজিতে অসংখ্য গ্রাজুয়েট রয়েছে যারা আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ যেমন-আইইএলটিএস, টোফেল, জিআরই করে নিজেদের দক্ষ করে তৈরি করেছে। মঙ্গোলিয়া সরকার বাংলাদেশ থেকে এ ভাষায় দক্ষ শিক্ষার্থীদের সেদেশের স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়ার জন্য রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে মঙ্গোলিয়ার সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ করেন প্রতিমন্ত্রী।

আহসানুল ইসলাম (টিটু) বলেন, বাংলাদেশ তৈরি পোশাকসহ বিভিন্ন পণ্য পৃথিবীর অনেক দেশে রপ্তানি করে থাকে। সরকার পাটজাত ও চামড়াজাত পণ্য এবং হস্তশিল্পকে বর্ষপণ্য ঘোষণা করে ব্যাপক কর্মসূচি নিয়েছে। এছাড়া, বাংলাদেশের ফার্মাসিউটিক্যালস্ পণ্যের বিশ্বব্যাপী বাজার সৃষ্টি হয়েছে। তিনি মঙ্গোলিয়া সরকারকেও বাংলাদেশ থেকে ফার্মাসিউটিক্যালস্ পণ্য আমদানি করার আহ্বান জানান।

বৈঠককালে রাষ্ট্রদূত Ganbold Dambajav জানান, মঙ্গোলিয়া ইউরোপীয় ইউনিয়নের জিএসপি প্লাস সুবিধাভোগী দেশ এবং জাপানের সাথে অর্থনৈতিক অংশীদারীত্ব চুক্তি রয়েছে। এছাড়া চীন ও রাশিয়ার সাথেও অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে অনুকূল সম্পর্ক বিদ্যমান। তাই বাংলাদেশ মঙ্গোলিয়ার সাথে বিনিয়োগসহ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করতে পারে।

#

হায়দার/কামরুজ্জামান/ফয়সল/ফাতেমা/আলী/আসমা/২০২৪/১০১৫ ঘণ্টা